শাহ্‌ বানু মামলা

"খ্রীষ্টান জামাতি" নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম যে ভারতে শাহ্‌ বানু মামলা শুধু মামলা-ই নয়, এটা ভারতে মুসলিম-সমাজের বিবর্তনের এক গুরুত্বপুর্ণ মাইলফলক, যে মামলায় আখেরে শাহ্‌ বানু হেরে যান। এক পাঠক পত্রাঘাতে জানিয়েছেন কথাটা সত্যি নয়, শাহ্‌ বানু আসলে আদালতে জিতেছিলেন।

পরাজিত হবার কথাটা লিখেছিলাম স্মৃতি থেকে, আর স্মৃতি তো নাম্বার ওয়ান বিশ্বাসঘাতক। কখন যে সে কার মুন্ডু কার ঘাড়ে বসিয়ে পলকে গনেশ-ঠাকুর বানিয়ে সর্বনাশ করে দেবে তা বলা কোন শাস্ত্রাচার্য্য গণকঠাকুরের পক্ষেও সম্ভব নয়। জামাতকে ধরাশায়ী করতে অনেক লিখতে হয়, অনেক সুত্র দিতে হয়। অনেক সতর্ক থাকার পরেও ভুল তো হতেই পারে। কারণ, - মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, কথাটা ঠিক নয়। ঠিক কথা হল, মানুষের ভুল হবেই। যার ভুল হয়না সে হয় ফেরেস্তা নয় গোলাম আজম।

পত্রাঘাতের পরে খুঁজে পেতে দেখি শাহ্‌ বানু সত্যিই হেরেছিলেন। মুসলমান নারী শারিয়া মামলায় আদালতে হারবে এ আর এমন কথা কি। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা এটাও নয় ওটাও নয় ধরা যেতে পারে প্রথমে। কিংবা ধরা যেতে পারে এটাও সত্যি ওটাও সত্যি, সেই আবুল মনসুর আহমদের রাজনৈতিক হৈরাঠাকুরের মত (আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর)। অর্থাৎ শাহ্‌ বানু আদালতে শুরুতে জিতেছিলেন, পরে ফাইন্যালি হেরেছিলেন। সুপ্রীম কোর্টে জিতে যাবার পরে সংসদে আইন বানিয়ে তাঁকে হারিয়ে দেয়া হয়েছিল, মোল্লাদেরকে জেতানো হয়েছিল।

পুরো মামলাটাই খরপোষ-ভিত্তিক, সংক্ষেপে এরকম। উকিল আহমেদ খান আর শাহ্‌ বানুর বিয়ে হয় ১৯৩২ সালে। তিন ছেলে আর দুই মেয়ের মা হয়েছিলেন তিনি। তেতাল্লিশ বছর ঘর করার পরে ১৯৭৫ সালে স্বামী তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। ১৯৭৮ সালে শাহ্‌ বানু মামলা দায়ের করেন খরপোষের জন্য, এর ক'মাস পরে আহমেদ তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে তালাক দেন। স্বামী দাবী করেন যে স্ত্রীকে ইদ্দতকালীন সময়ে খরপোষ দেয়া হয়েছে কাজেই আর দিতে হবে না। শারিয়াতে তো বটেই, ভারতীয় মুসলিম পারিবারিক আইনেও একই কথা বলে। মামলা সুপ্রীম কোর্ট পর্য্যন্ত গড়াল। শেষে রায় এই হল যে স্বামীকে খরপোষ দিতেই হবে। অর্থাৎ শাহ্‌ বানু জিতে গেলেন। সুপ্রীম কোর্ট থেকে এ পরামর্শও দেয়া হল যে মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন করা উচিত।

আর যায় কোথায়! হৈ হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোল্লারা। এত বড় স্পর্ধা! রাজীব সরকারের এত স্পর্ধা যে ইসলামী আইনে হাত দেয়, ইসলামের অবমাননা করে! যে ঘর গড়তে সারাটা জীবন লাগিয়েছেন শাহ্‌ বানু, সেই ঘরে তাঁর মাথা গুঁজবার জায়গা নেই, সেই ঘর থেকে তাঁকে অপমান অসন্মান মাথায় নিয়ে রাস্তায় নামতে হল, মুখে দু'মুঠো খাবারের জন্য তাঁর কোন উপার্জন নেই সে কথা চুলোয় যাক। ইসলাম নারীকে অনেক অধিকার দিয়েছে তো বটেই! নিজের গড়া ঘর থেকে বহিস্কৃত হয়ে শাহ্‌ বানুকে রাস্তায় ভিক্ষে করে রাস্তায় খেয়ে রাস্তায় ঘুমোতে হবে এটাই তো ইসলাম। কিছু ভক্ত মুসলমান সুদুর অতিতে কিছু আইন লিখে রেখেছেন, ওগুলো বাঁচাতেই হবে। ইসলাম বেঁচে থাকার জন্য শাহ্‌ বানুকে মরতে হলে হবে। ওর মধ্যেই আল্লাহ মানুষের কল্যাণ রেখেছেন।

পাঠক! ব্যাপারটা ইসলাম নয়, এটা হল পিছলামি। এই হল রাজনৈতিক ইসলাম, যাকে আমরা সাধারণভাবে জামাত বলি। তার শারিয়া-ইসলাম নারীকে কি অধিকার দিয়েছে শাহ্‌ বানুর দিকে তাকিয়ে দেখুন। নুরজাহানের দিকে তাকিয়ে দেখুন, রোকেয়া-ফিরোজার দিকে তাকিয়ে দেখুন। স্বপ্ন নয়, নিদারুন বাস্তব। এই বাস্তব উপলব্ধি করিলেই শান্তির ইসলাম কাহাকে বলে তাহা মাথায় ঢুকিবে, জামাত এবং শারিয়া কি বস্তু তাহাও মাথায় ঢুকিবে।

কেঁপে গেল রাজীব সরকারের তখত্। জামাতিরা বড্ড দুর্মুখ। আর, সাধারণভাবে অশিক্ষিত ভারতীয় মুসলিম সমাজটা তার হাতেই বাঁধা। ভোটাভুটিতে তো শিক্ষিত-অশিক্ষিত বলে কিছু নেই, ওখানে একটা হাতীর চেয়ে দু'টো ইঁদুরের ওজন বেশী। ভারতে মুসলিম-ভোটের সংখ্যা প্রচুর, তুরুপের সে তাসটা হাতছাড়া হলে পরের নির্বাচনে লোটা কম্বল নিয়ে মরুতীর্থ হিংলাজে গিয়ে রামনাম জপ করতে করতে লম্বা দাঁড়ি আর জটাজুট গজিয়ে যাবে।

কাজেই ধুর্ত রাজনৈতিক সমঝোতা। কাজেই পার্লামেন্টে নুতন আইন পাশ। কাজেই পাশ করা নুতন আইনে শারিয়ার বিজয়, চির পোড়ারমূখী শাহ বানুর কপালে আবারও শারিয়ার আগুন।

জামাতির কাছে সরকারের এ রকম সাংস্কৃতিক পরাজয়ের ঘটনা এই প্রথম নয়, একমাত্র ভারতেও নয়। মুসলমানের ভোটের লোভে রাজনীতিকেরা যতই লোক-দেখানোভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে, জনগণ ততই জামাতির হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে, ততই শক্ত হয় জামাতির হাত। আখেরে জামাতের ওই শক্ত হাতের থাপ্পড় খেতে হয় জনগণকে আর দেশকে। বাংলাদেশ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নেতা-নেত্রীরা ইবাদত-আরাধনা করতেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের এত হজ্ব, এত ওমরা, এত ঘোমটা, এত ইফতার পার্টি আর এত মোনাজাতের ছবি উঠত না খবরের কাগজে ত্রিশ বছর আগেও। ওগুলো এখন যত না ব্যক্তিগতভাবে উপাসনার জন্য করা হয় তার চেয়ে বেশী করা হয় খবরের কাগজে ছবি উঠিয়ে জনগণকে দেখাতে। এই হল ধর্মের অপব্যবহার, এই করে করে মুসলিম দেশে দেশে আরও শক্ত খুঁটি গেড়ে বসে গেছে শারিয়া, নিজেদেরই মা-বোন-ভগ্নী-জায়ার প্রতি এতবড় অন্যায় চোখের সামনে দেখেও তাকে অনৈসলামিক বলার সাহস কারো নেই! ওদিকে খ্রীষ্টান জামাতির প্রভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্টের হোয়াইট হাউস।

না, শেষ বয়েসে ঘরছাড়া সন্তান-ছাড়া হয়ে শাহ বানুর পরে কি হয়েছে কেউ তা জানে না। তার খবর নেয়ার দরকার বোধ করেনি শারিয়াও, ওটা তার দায়িত্ব নয়। এমনিভাবে ইতিহাসে কত লক্ষ শাহ বানুরা নিজের গড়া ঘর থেকে শারিয়ার পদাঘাতে রাস্তায় নেমে ভিক্ষে করেছেন, দু'মুঠো অন্নের জন্য নিত্য-নুতন খদ্দেরের কাছে যৌবন বিক্রী করেছেন, ধুঁকতে ধুঁকতে পচে গলে মরে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই মহাশ্মশানের ওপরে সগর্বে উড়েছে শারিয়ার ইসলাম-বিরোধী পতাকা।

এই হল ইতিহাস।

সুত্রঃ- Uniform Civil Code- A Reflection

Author: Sri Bipin Bihari Ratho, Senior Advocate
Date: September 2000

http://www.hvk.org/articles/0900/124.html